কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৭ ৪

হিসাব দিতে গড়িমসি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কি আইনের ঊর্ধ্বে?

দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সে হারে বাড়েনি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। দেশে এখন ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই শিক্ষার্থী ভর্তি থেকে শুরু করে নানা অভিযোগ রয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। কমিশনের নিয়ম না মানায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এর পরও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে বা নিচ্ছে। কালের কণ্ঠে গত শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪টি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে জমা দেয়নি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের সিটিং অ্যালাউন্স, রক্ষণাবেক্ষণ, কেনাকাটা, বিদেশ ভ্রমণসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় দেখিয়ে অর্থ লোপাটের অভিযোগ উঠেছে কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, যা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পথপরিক্রমা ২৫ বছরের হলেও শিক্ষার্থীদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কোনো প্রয়াস আছে বলে মনে হয় না। বরং বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের কোনো নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। নেই আবাসিক সুবিধা। উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মানসম্মত শিক্ষা নয়, সনদ বিক্রি কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য—এমন অভিযোগও পাওয়া যায়। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে ২০১০ সালে পাস হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনেক প্রতিষ্ঠানই মেনে চলে না। আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার ঘটনা থেকেই তা অনেকটা স্পষ্ট হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব একটি সিএ ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে জমা দেবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পছন্দ থাকতে পারে। নিজেদের পছন্দের তিনটি সিএ ফার্মের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করলে, মন্ত্রণালয় একটি ফার্ম নিয়োগ দেবে। প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। কিন্তু গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১১টি এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সময় বাড়িয়ে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

দেশের সব প্রতিষ্ঠানকেই আইন মেনে চলতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নয়। স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে তাদেরও আইন মেনে চলা উচিত।